দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...১৭ ... 2004 —
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজী বিভাগে মাদ্রাসা থেকে আলিম পাসকৃত শিক্ষার্থীরা ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচ্য। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে থেকেও এবং ইংরেজী ও বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও মাদ্রাসা থেকে পাস করার 'অপরাধে' ইংরেজী ও বাংলায় ভর্তি হতে পারবে না মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। ইংরেজী ও বাংলায় এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২০০ নম্বর না থাকলে সে বাংলা ও ইংরেজীতে ভর্তি হতে পারবে না। এর সার সংক্ষেপ হলো মাদ্রাসা ছাত্রদের কৌশলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা। কোন ছাত্র বিভাগে এ বছর ভর্তি হতে পারবে না। এই নতুন নীতিমালা কিভাবে সংযোজন হলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেউই তা জানেন না। অথচ কোন বিভাগে ভর্তিতে কোন নতুন শর্ত বা অযোগ্যতার নিয়ম চালু করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন সিদ্ধান্ত নেন। অথচ ডীনস কমিটিতে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তাছাড়া এরকম কোন নীতিমালা সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং ডীনস কমিটিতে নেয়া হয়নি। এমনকি সাংবাদিকতা বিভাগের একাডেমিক কমিটির কোন বৈঠকেও এরকম কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত

প্রসঙ্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কাম্য নয়

যদি ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় সে কেন তার পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে না। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কি ইংরেজী ও বাংলায় পড়ার অযোগ্য? তাদের কি এ দু'বিষয়ে পড়ার কোন যোগ্যতা নেই? ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতে সক্ষম হলে যে কোন শিক্ষার্থীই তার পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে- এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়ম। এ স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়মকে আমাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারক সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ কেন অস্বাভাবিক এবং যুক্তিহীনতার দিকে নিয়ে গেল, এটা বোধগম্য নয়। মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি এই বৈষম্য কি আমরা অন্যায় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যায়িত করতে পারি না। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর থেকে নতুনভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের সৃষ্টি হচ্ছে- এমনটিই ভর্তি পরীক্ষার নির্দেশিকার মারফত জানা যায়। ভর্তি পরীক্ষায় নির্দেশিকা অনুযায়ী মাদ্রাসা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা রেজিস্ট্রার বলেন, এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে বিভাগের একাডেমিক কমিটির সুপারিশ ডীন অফিস হয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে আসতে হবে। সুপারিশের ভিত্তিতে ডীনস কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করে।

বিষয়টি এমন দাঁড়াচ্ছে যে, কোন অদৃশ্য শক্তি এই বৈষম্যের জন্মদাতা। এই অদৃশ্য শক্তি অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য বিভাগেও মাদ্রাসা ছাত্রদের কৌশলে ভর্তি অযোগ্য সাব্যস্ত করবে। ছাত্রদের এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকার ১৯৮৬ সালে আলিমকে এইচএসসি'র সমমান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বৈষম্যের চোখে দেখবে- এটা কাম্য নয়। বাংলা, ইংরেজীসহ সাংবাদিকতা বিভাগে মেধাবীদের যেন বঞ্চিত করা না হয় এবং কোন শিক্ষার্থীর সাথে যেন বৈষম্যমূলক আচরণ করা না হয়- তা দেখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের।

☐ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট